'গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে বিসিসির স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল'

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন 'বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি'র সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং জেএএন এসোসিয়েটস্ এর জনাব আবদুল্লাহ এইচ, কাফি (জানুয়ারী সংখ্যা কমপিউটার জগৎ দ্রষ্টব্য)। জনাব সাজ্জাদ হোসেন দুই দশকের বেশী সময় ধরে কমপিউটার ব্যবসায় জড়িত। সদালাপী মিষ্টভাষী ও উদারমনা সাজ্জাদ হোসেন আইবিএম ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন গত ৪ বছর ধরে। তিনি বাংলাদেশের কমপিউটার প্রচলনের একজন অন্যতম অগ্রপথিক। ছাত্র অবস্থায় বাম রাজনীতির সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত সাজ্জাদ হোসেন পর পর দু'বার বিসিএস-এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। জনাব আবদুল্লাহ এইচ, কাফি এক যুগের বেশী সময় ধরে কমপিউটার ব্যবসায় জড়িত। নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় এখন নিজেই ব্যবসায়ী। বিসিএস এর জন্মলগ্ন থেকেই ট্রেজারার পদে বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। বিসিএস 'শো'৯৩ এর কনভেনার হিসেবে সফল হবার পর সদস্যরা তাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। সম্প্রতি কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জানার জন্য কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা মুখোমুখি হই জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং জনাব আবদুল্লাহ এইচ কাফির। মূলতঃ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব বক্তব্য পেশ করেন। সাক্ষাৎকারের সূচনা পর্বে জনাব সাজ্জাদ বলেন –

দেরীতে হলেও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচিত নির্বাহী কাউন্সিল সমন্ধে আগ্রহ প্রকাশের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। বিগত ৩০ ডিসেম্বর '৯৩ আমাদের সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৯৪-৯৫ সনের কার্য পরিচালনার জন্য যে নির্বাহী কাউন্সিলের ঘোষণা দেয়া হয় তা, সামান্য

সাজ্জাদ হোসেন

রদবদল ছাড়া, মোটামুটি ১৯৯২-৯৩ সনের নির্বাহী পরিষদের মতোই এবং সভাপতি হিসেবে আমি এই সাতজনের নির্বাহী টিম নিয়ে সমিতির কাজ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত আশাবাদী।

কমপিউটার জগৎ বিভিন্ন সময়ে অল্পবিস্তর সংবাদ আমাদের সমিতি সম্বন্ধেও প্রকাশ করেছে এবং সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তবে এই প্রথমবার পূর্ব নির্ধারিত সময় ও প্রশ্ন সূচীর ভিত্তিতে সমিতির বক্তব্য প্রকাশের আগ্রহ আমাকে আশান্বিত করেছে যে এখন থেকে হয়তো কমপিউটার জগৎ নিয়মিতভাবে সমিতির সংবাদ পরিবেশন করবে। সমিতি সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ যদি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের থেকে যাচাই করে নেয়া হয় তাহলে পত্রিকার উপকারই হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে তাদের কাছে রাখা প্রশ্ন এবং বিসিএস সভাপতি সাজ্জাদ হোসেনের প্রদত্ত উত্তরগুলো নিচে দেয়া হল।

কমপিউটার জগৎ ঃ– নবনির্বাচিত কর্মকর্তা হিসেবে সমিতির কার্যক্রমে আপনার ভূমিকা কতটুকু ইতিবাচক ফল রাখবে বলে মনে করেন? (যেমন- সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো, প্রদর্শনী, সেমিনার, ওয়ার্কসপ করা ইত্যাদি)।

সাজ্জাদ হোসেন ঃ – বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে অল্প কিছুকাল আগে। কিন্তু আমাদের কাছে এই সমিতির বয়স প্রায় ৬-৭ বছর, যখন আমরা সমমনা ৮-৯ জন কমপিউটার বিক্রেতা নিজেদের অভিন্ন স্বার্থগুলো সংরক্ষণে একটি ফোরাম গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমি জন্মলগ্ন থেকেই সমিতির সব কাজের সাথেই গভীরভাবে জড়িত এবং সে কারণেই আমি নিজেকে "নব নির্বাচিত" ও "কর্মকর্তা" মনে করি না। সমিতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স পাবার পর ১৯৯২ সনে যে নির্বাচন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে, তাতেই আমি ও আমার সহকর্মীগণ নির্বাচিত হই এবং আমরা একটি টীম হিসাবে কাজ করে আসছি। এবারও সামান্য রদবদল হলেও মূলতঃ আমাদের সেই টিমটি অক্ষুন্ন আছে এবং আমরা সেভাবেই কাজ চালিয়ে যাবো। আমার ব্যক্তিগত ভূমিকা এখানে নিতান্তই নগণ্য। **আমরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলি এবং আমরা কেউই ব্যক্তিগতভাবে একক কৃতিত্ব আশা করি না।** সমিতির সদস্য বাড়ছে, এবং ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ তে সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ না হলেও তার কাছাকাছি হয়েছে। তবে অগণিত সদস্য হবে এ আশা আমরা করি না, তা হওয়া উচিতও হবে না। শুধুমাত্র তাঁরাই সদস্য হবেন যারা কমপিউটার হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-কোম্পানী হিসাবে পরিচিত। আমাদের ব্যবসার প্রয়োজনে, অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, কোন দাবী-দাওয়া সরকারের নজরে আনবার জন্য, সদস্যদের পণ্য-পরিচিতি নির্ভুলভাবে জনগণকে জানাবার জন্য, আমরা প্রদর্শনী, সেমিনার বা এ রকম অন্যান্য কার্যক্রম-যা কিছু প্রয়োজন তা করে যাবো। আমার ভূমিকা এতে কতোখানি ইতিবাচক প্রভাব রাখবে-তার বিচার ইতিহাস করবে এবং আমাদের সদস্যবৃন্দ করবেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য একটি টীম এবং পদবী যাই হোক না কেন কার্যক্রমের দায়িত্ব সকলের সমান। সত্যিকথা বলতে এই **attitude** প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমরা সবসময়েই অত্যন্ত সচেতন। ভবিষ্যতে যাতে এটাকে tradition ভাবতে না পারে- তার ব্যবস্থাও আমরা দৃষ্টান্তের

আবদুল্লাহ এইচ কাফি

মাধ্যমেই করে যেতে চাই।

কমপিউটার জগৎ ঃ– বিসিএস-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিশদভাবে বলুন।

সাজ্জাদ হোসেন ঃ – বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃশ্যমান। এই সমিতি কোন professional society নয় এবং কোন দাতব্য সমিতিও নয়। **বাংলাদেশ সরকারের Companies Act এ আমরা বিধিবদ্ধ এবং**

আমরা বাংলাদেশের **Information Technology Association** এটাই সাদামাটা কথা। এদেশে **Information Technology industry** বলতে যা কিছু আছে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমরা তার প্রতিনিধিত্ব করি। আমাদের সদস্যগণ ব্যবসায়ী কোম্পানী, যাঁরা **Information Technology** নিয়ে মুনাফার জন্যে ব্যবসা করেন। কাজেই মূলতঃ আমাদের সদস্যদের অভিন্ন স্বার্থগুলো সংরক্ষণ করাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য, কমপিউটারের যথাযথ ব্যবহার হতে থাকলে এবং ব্যাপকহারে কমপিউটার ব্যবহৃত হলে আমাদের সদস্যদের বিক্রয় বেড়ে যাবে, তাদের আয় বাড়বে এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য কথা। কাজেই যা কিছু করলে সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে, কমপিউটারের প্রচলন ব্যাপক হয় তা আমরা করতে প্রস্তুত। এই সাধারণ দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে আমাদের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অবশ্যই আছে এবং সেই পরিকল্পনাগুলোকে সমিতির সব সদস্যদের কাছে গ্রহনযোগ্য করে, তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্যে নির্বাহী পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৪ সালে আমরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুটো শহরেই কমপিউটার হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার প্রদর্শনীর পরিকল্পনা নিয়েছি। এতে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রেতাগণ আমাদের কাছাকাছি আসতে পারবেন বলে আমরা আশা করি। যদি সফল হই, হয়তো ১৯৯৫ সালে আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে এবং বৎসরে একাধিক প্রদর্শনী সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করতে পারি। সবই নির্ভর করবে সদস্যদের মতামতের উপরে। আমরা সমিতি থেকে সরাসরি এবং FBCCI এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে সরকারকে জানিয়েছি কি কি পদক্ষেপ নিলে ও আগামী বাজেটের কর ব্যবস্থা কিভাবে পরিবর্তন করলে দেশে কমপিউটার কোম্পানীগুলো টিকে থাকতে পারবে এবং দেশে এই প্রযুক্তি সহজলভ্য হবে। সরকার কি পদক্ষেপ নিবেন সে জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। সংবাদপত্রেও আমাদের মূখ্য দাবীগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশ থেকে সম্প্রতি বেশ কিছু ছেলে/মেয়ে কমপিটারে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছে। তাদের জন্য একটা সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে চাকরির ব্যবস্থা না করলে মেধাসম্পন্ন ছাত্ররা সবই চলে যাবে বিদেশে। আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, যে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি কমপিউটার কিনলে সেজন্য ৩ বছরের ট্যাক্স মওকুফ করার ব্যবস্থা করা উচিত। এর ফলে ঘরে ঘরে কমপিউটার ব্যবহার বাড়বে এবং কমপিটার সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

তবে, এই প্রযুক্তি সহজবোধ্য নয় এবং হয়তো নীতি-নির্ধারক কর্মকর্তাদের খানিকটা সময় লাগবে আমাদের বক্তব্যের মর্ম বুঝে সেই মতো কাজ করতে। আমরা আগামী বাজেটের অপেক্ষায় আছি। বর্তমান সরকার বিভিন্নভাবে কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাতে আমরা আশান্বিত এবং বাজেটে তা প্রমাণ হবে বলে আমরা মনে করছি।

ক.জ. ঃ - বিসিএস-বিসিসি অথবা বিসিএস-কমপিউটার জগৎ যৌথভাবে দেশের কমপিউটারায়নে কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

সা. হো. ঃ - "কমপিউটারায়ন" কথাটি আমাদের কাছে একটু দুর্বোধ্য মনে হয়। বলুন কমপিউটারের যথাযথ ব্যবহার। আর আপনার প্রশ্নের দুটি অংশ (১) বিসিএস-বিসিসি যৌথ ভূমিকা (২) বিসিএস-কমপিউটার জগৎ যৌথ ভূমিকা। দুটোকে আলাদাভাবে ভাবতে হবে। এখানে তিনটি আলাদা সংস্থার কথা আনা হচ্ছে - **কমপিউটার সমিতি, কমপিউটার কাউন্সিল, কমপিউটার জগৎ**। মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবলে এই তিনটির নামে "কমপিউটার" শব্দটি আছে তবে তিনটির মিশন আলাদা। আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য আমি বলেছি। **কাউন্সিলের উদ্দেশ্য আমরা সবাই যারা কাউন্সিলের বাইরে-সমানভাবে জানি বা জানিনা, কারণ এটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান।** বাকী কমপিউটার জগৎ একটি মাসিক পত্রিকা। কিন্তু definition এর বাইরে গেলে অবশ্যই যৌথ ভূমিকা রাখা সম্ভব। দেশে কমপিউটারের বহুল ব্যবহার এবং যথাযথ ব্যবহার না হলে আমাদের সমিতি ও আপনাদের পত্রিকা-দুটিই অচল হয়ে যাবে। উল্টোদিকে যদি বাংলাদেশের পটভূমিকায় দেশের সমস্যা সমাধানে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার কোন রকম ইতিবাচক এবং স্বচ্ছ ভূমিকা রাখতে শুরু করে, তাহলে আমাদের সদস্যগণের মুনাফা বাড়বে, আপনার পত্রিকার পাঠক ও বিজ্ঞাপন দুই-ই বাড়বে। বড় ক্যানভাসে দেখলে দুটিরই মিল আছে।

বর্তমানেই কমপিউটার জগৎ ও কমপিউটার সমিতি চমৎকার যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সমিতির সদস্যদের অবদানকে কোনভাবেই খাটো করে দেখবেন না। আমাদের সহযোগিতায় পারস্পরিক লাভও হচ্ছে, দেশও লাভবান হচ্ছে। এর বাইরে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কোন যৌথ পরিকল্পনা আপনারা ভেবে থাকলে আমরা সকল সদস্যদের নিয়ে ভেবে অবশ্যই দেখবো।

সমিতি ও কাউন্সিলের যৌথভূমিকা সম্বন্ধে আমরা তখনই ভাবতে পারবো যখন কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রম আমাদের কাছে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই সে কথা থাক।

ক. জ. ঃ - দেশে কমপিউটার প্রচলন, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কমপিউটার জগৎ এ পর্যন্ত ৭টি সাংবাদিক সম্মেলন, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, গ্রামে কমপিউটার পরিচিতি অনুষ্ঠান, কমপিউটার মেলা, স্বল্পমূল্যের কমপিউটারের পুস্তক প্রকাশনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আপনারা এর মূল্যায়ন কিভাবে করছেন?

আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

সা. হো. ঃ - **কমপিউটার জগৎ** পত্রিকাটির প্রচার ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের জন্যে শুভ সংবাদ। কারণ তাতে দেশে কমপিউটার তথা আমাদের পণ্য সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে এটা প্রমাণিত হয় এবং আমরা লাভবান হবার আশা রাখি। আপনাদের কর্মকান্ডের কোন আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন আমরা করিনি-তবে করবো বলে আশা রাখি।

আমরা জানি, সংবাদ-পত্র, তা যে কোন দৈনিক বা মাসিক যাই হোক না কেন-দেশের উন্নয়নে বিশাল অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি এটাও সত্য যে ছাপানো খবরের সত্য মিথ্যা যাচাই করার সুযোগ সবার হয় না। কাজেই সাংবাদিকদের দায়িত্ব সাধারণের চাইতে অনেক অনেক বেশী। সাংবাদিকের কাছে যা নিজস্ব মতামত পাঠকের কাছে তা ধ্রুব সত্য মনে হলে আশ্চর্য্য হবেন না। সেদিক থেকে আপনারা সদা সতর্ক থাকবেন বলে আমরা আশা করি। আর আপনাদের পাঠক সংখ্যার একটি বিরাট অংশ আমাদের তরুণ সমাজ। তাদেরকে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা সুকঠিন দায়িত্ব। এটা ভেবে দেখলে সবার জন্যেই মঙ্গল হবে।

ক. জ. ঃ - দেশে কমপিউটার প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান বিসিসি তথা সরকারের কমপিউটার বিষয়ক কর্মসূচী সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি।

সা. হো. ঃ - কমপিউটার কাউন্সিল গঠন হয়েছিল স্বৈরশাসকের আমলে বিশেষ বিশেষ আমলার স্বার্থে বা হুজুগে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে **এটার একটা স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারতো হওয়া উচিত ছিলো।** তা হয়নি। তবে অন্ততঃ বর্তমানে **একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, অভিজ্ঞ প্রকৌশলী এখানে সম্প্রতি নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন আমি তাঁর কাছে এই কাউন্সিলের কর্মকান্ডের পরিধি, উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা-আশা করছি।** এই মুহূর্তে এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে বর্তমান নির্বাহী পরিচালক এটিকে পুনর্গঠন করতে না পারলে অন্য কেউ যে পারবেন তা দুঃসাধ্য।

আর সরকারের কমপিউটার বিষয়ক কর্মসূচী বলে কিছু আলাদা কর্মসূচী আছে কিনা তা আজো জানতে পারিনি। ব্যক্তি বিশেষের কর্মসূচী থাকতে পারে। তা সরকারের হতে হবে এমন কথা নেই। এ পর্য্যন্ত শুধু কথার মালাই বোনা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ ভূঁইয়া ইনাম লেনিন।

সময়ের আগে চলুন

জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কমপিউটারলাইনের সহায়তা গ্রহণ করুণ।

আমাদের কমপিউটার কোর্সসমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ -

- ❊ শিক্ষার্থীর কোর্স নির্বাচনে পরামর্শ দান।
- ❊ সকল কোর্সেই IPCS এবং DOS অন্তর্ভূক্ত।
- ❊ ক্লাশের সময় ছাড়াও অতিরিক্ত অনুশীলনের সুযোগ।
- ❊ প্রয়োজনীয় নোট বিনামূল্যে সরবরাহ।
- ❊ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সর্বনিম্ন ফি-তে সর্বোচ্চ সুযোগ প্রদান।

কমপিউটারলাইন

১৪৬/১, আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি)
ঢাকা-১২০৫, ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬

❊ ওয়ার্ডপারফেক্ট ❊ লোটাস ১-২-৩
❊ ডিবেজ